কিতাব কি বলে না যে পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ব করবে?

না, বলে না। নতুন নিয়মে কর্তৃত্বের জন্য যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো *exousia*. এর অর্থ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা, কিছু করার ক্ষমতা, প্রভাবিত করার ক্ষমতা, শাসন করার বা সরকার হওয়ার ক্ষমতা। চলুন, একটি মূল আয়াত দেখি যেটি মনে দ্বিধা দ্বন্দ সৃষ্টি করেছে, ১ করি ১১:২০

"জামাত হিসাবে এক জায়গায় মিলিত হয়ে যা খাও তা আসলে মসীহের মেজবানী নয়"

মূল শব্দ
ἐξουσία
exousia = কর্তৃত্ব

এই আয়াত দূতগণের বিষয়ে নয়!

Angelous(অ্যানজেলাস) শব্দের অর্থ দূত অথবা গুপ্তচর (ইয়াকুব ২:২৫ দেখুন)। যদি ১১:১০ আয়াতে পৌল দূতের কথাই বলে থাকেন, তাহলে কেউই জানে না পৌল কি বিষয়ে কথা বলছিল! সম্ভবত, তিরস্কার/ সমালোচনার উর্ধ্বে থাকার জন্য পৌল শত্রুভাবাপন্ন গুপ্তচরদের বিষয়ে কথা বলছিলেন যারা জামাতে প্রবেশ করছিল জামাতের ভুল ধরার জন্য। বিশৃংখল ও অবিনয়ী আচরন খারাপ প্রতিবেদনে রূপ নিতে পারতো, তাই সমস্যা এড়াতে পৌল সবাইকে সাবধান করছিলেন।

এই আয়াত টুপির ব্যাপারে নয়!

অনেক সংস্কৃতিতে, নারীরা টুপি, চাদর, ওড়না বা অন্য কিছু দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতো। করিন্থের প্রেক্ষাপটে চুল এবং চুল ঢেকে রাখা একটি আলাদা অর্থ বহণ করতো। গ্রীক কিতাবে চিহ্ন শব্দটি ছিল না। গ্রীক কিতাবে বলে, নারীর আপন মস্তকের উপর নারীর কর্তৃত্ব রাখা কর্তব্য। একজন ঈসায়ী নারী নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে সে চুল লম্বা রাখবে নাকি ঢেকে রাখবে, কোনটি তার জামাতকে সম্মান দেবে।

Exousia Epi (এক্সোজিয়া এপি)

এই শব্দটি নতুন নিয়মে ১০৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে। ১৪ বার এর সাথে epi (উপর) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সুসমাচারে যতবার এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রতিবারই তা ঈসার কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা- প্রকৃতির উপরে, অসুস্থতার উপরে,শয়তানের উপরে । এইভাবে, করিন্থের নারীরাও তাদের মস্তকের উপর কর্তৃত্ব করবে, নারীরা নিজেরাই ঠিক করবে কিভাবে তারা জামাতে মসীহকে সম্মান করবে, কিভাবে মোনাজাত করবে বা ভবিষ্যদ্বাণী করবে। (১ করি ১১:৫) ।

EXOUSIA (এক্সোজিয়া) = কর্তৃত্ব

কার কর্তৃত্ব করার অধিকার নেই?

প্রথমবারের মতো নতুন নিয়মে *exousia* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে নারী ও পুরুষের বিয়ের প্রেক্ষাপটে ১ করিন্থীয় ৭ রুকু। পৌল একটি দারুন কাজ করেছেন। তিনি স্বামী ও স্ত্রীকে একে অপরের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন- তাদের দেহের উপর!

"নিজ দেহের উপর স্ত্রীর কর্তৃত্ব নাই কিন্তু স্বামীর আছে, আর তদ্রূপ নিজ দেহের উপরে স্বামীর কর্তৃত্ব নাই কিন্তু স্ত্রীর আছে।"

কি! পৌল বলেছেন, স্বামী স্ত্রী একে অপরের দেহের উপর কর্তৃত্ব করবে। মজার ব্যপার হলো, পুরো ৭ রুকুতেই পৌল স্বামী স্ত্রীর পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।

উপসংহার

ঈসা সমস্ত পৃথিবী ও বেহেস্তে উপর কর্তৃত্বকারী (*exousia epi*)। ঈসা তাঁর নারী ও পুরুষ শিষ্যদেরকে সমস্ত পৃথিবীতে শিষ্য তৈরি করার কর্তৃত্ব দিয়েছেন। ঈসা তার ক্ষমতা ভাগ করে নিয়েছেন, আমাদেরও উচিত! কালাম ***exousia*** *শব্দটি কখনোই নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের কথা বোঝানো হয়নি।*

**** Exousia Epi শব্দের ১৪ টি ব্যবহার***

মথি ৯:৬ ,মথি ২৮:১৮, মার্ক ২:১০, লূক ৫:২৪, লূক ৯:১, লূক ১০:১৯, প্রেরিত ২৬:১৭, ১ করি ১০:১১ ,, প্রকাশিত ২:২৬, প্রকাশিত ৬:৮, প্রকাশিত ১১:৬, প্রকাশিত ১৩:৭, প্রকাশিত ১৪:১৮, প্রকাশিত ১৬:৯

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?